I R.N N0. 2532/57 I Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/( )10-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510

পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)

প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ২৮শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৪২১ ৩রা ডিসেম্বর, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

ও গঙ্গা তুমি বইছ কেন ?

বিশেষ প্রতিবেদক : বারে বারে গঙ্গাকে পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে রাষ্ট্র। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান বা গ্যাপ কিংবা গঙ্গা রিভার বেসিন প্রোজেক্ট--জলের সাথে জলের মত টাকা খরচ হয়েছে। কাজের কাজ কি হল ? সুপ্রীম কোর্ট বলেছে আগামী ২০০ বছরেও সাফ হবে না গঙ্গা। কারণ হরিদ্বার বছরে গঙ্গায় ময়লা ফেলে ৮৯০ লক্ষ ঘনমিটার, কানপুর ২৮০০ লক্ষ, এলাহাবাদ ১২০০ লক্ষ, বারাণসী ৩৫০০ লক্ষ, পাটনা ১১০০ লক্ষ আর কলকাতা ২৬০০ লক্ষ ঘনমিটার কঠিন বর্জ্য গঙ্গায় পাঠায়। যে নদীর অববাহিকা গোটা দেশের ভূমিখণ্ডের ২৬.৪ শতাংশ সেই নদীর প্রতি আমাদের আচরণ কতটা সভ্য। এর দায় কার ? কারখানার ? কানপুরের চর্মজাত শিল্পের প্রায় পুরো বর্জ্যটাই গঙ্গায় এসে মেশে। তা হলেও তা মোট বর্জ্যর মাত্র ১৫ শতাংশ। তা হলে ? দেশের শহরগুলিতে যে সব মানুষ বাস করেন তাদের ফেলা বর্জ্যর পরিমাণ ৮০ শতাংশ। বিভিন্ন পূজা উপলক্ষ্যে কাড়িকাড়ি শুকনো ফুল, পাতা, আবর্জনা ভক্তিভরে ফেলা হয় পুণ্যতোয়া গঙ্গার গহ্বরে।

প্রতিদিন গঙ্গায় মিশছে ডিডিটির মতো কীটনাশক, ব্লিচ ও ডাই, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সায়ানাইড, লবন, ভারী ধাতু অ্যামোনিয়াম সালফাইড এর মত বিষাক্ত রাসায়নিক। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় প্রতিমার গায়ের রং এর মধ্যে থাকা সীসা অবাধে মিশছে। শুধু তাই ? দেশের প্রধানমন্ত্রী যে কেন্দ্রের সাংসদ সেই বারাণসীতেই প্রতিবছরে গড়ে ৩০০ টন অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহের ছাই এসে মেশে গঙ্গায়। কারণ সে যে তীর্থস্থান। দেশের দীর্ঘতম নদী যার গতিপথ ২৫২৫ কিলোমিটার গোটা পৃথিবীতে, যার তুলনা মেলা ভার, তার বুকে প্রতিদিন গড়ে ১৩.৫০৮ ঘনমিটার বর্জ্য ফেলা হচ্ছে।

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর পুরসভার নাগরিক পরিষেবা অবহেলিত কেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরে পুরভোটের আগে রাস্তা জোর কদমে সারাই চলছে। দিনের ব্যস্ত সময়ে এই কাজ চলায় জঙ্গিপুর পারে অফিস-যাত্রী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীসহ নিত্য যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়ছেন। রাস্তার ধারে পিচ গলানো, চিপস্, বালি রাস্তা জুড়ে থাকায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও থাকছে। আগাম না জানিয়ে হঠাৎ 'নো-এন্ট্রি' থাকার ফলে যানবাহন চলাচলেও অসুবিধা হচ্ছে। অথচ অন্যান্য শহরের মতো এ কাজ রাতে শুরু হলে কোন অসুবিধা হয় না। পুরসভা সব জেনে বুঝেও নির্বিকার। তার উপর পুরসভার জঞ্জাল ফেলার গাড়ীও দিনের ব্যস্ত সময়ে

(৩ পাতায়)

সার্জেনের অভাবে অপারেশন ধুঁকছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের অতি সার্জেন ডাঃ নিরূপ বিশ্বাস অন্যত্র বদলি হয়ে গেছেন। এখন সার্জেন দুজন। তাদের পক্ষে আউটডোর সামলানো দায় হয়ে পড়েছে। ফলে বর্তমানে অপারেশন প্রায় নাকি বন্ধ। মুমূর্ষু রোগীদের অন্যত্র রেফার করা হচ্ছে। অন্যদিকে দীর্ঘ এক বছরের ওপর এখানে দাঁতের কোন ডাক্তার নেই। এছাড়া হাসপাতালের নিজস্ব কোন এ্যাম্বুলেন্স চালু না থাকলেও প্রাইভেট

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর কলেজে আবার অশান্তি-ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত বছর ছাত্রপরিষদ যে কায়দায় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আগে কলেজে অশান্তি চালিয়ে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল, ঠিক একইভাবে ২৭ নভেম্বর টি.এম.সি ছাত্র-সংগঠন কলেজে চড়াও হয়। ছাত্র সংসদ অফিস ভাঙচুর করে। এই হামলার বিরুদ্ধে

(শেষ পাতায়)

সত্য ঘটনা না কেচ্ছা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেশ কয়েকমাস আগে রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন রোডে 'প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি ধর্মীয় সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। যার পরিচালিকা বি.কে. রমন নামে এক মহিলা। ঐ মিষ্টভাষী মহিলার মধুর কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই সেখানে ভিড় জমান। গত দুর্গা পুজোর সময় এই সংস্থার উদ্যোগে জীবন্ত দুর্গা প্রদর্শিত হয়, যা

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, থ্রে পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪২১

'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন'

নবান্ন কথাটির অর্থ নব অন্ন। অর্থাৎ নূতন ধান্যের অন্ন গ্রহণের প্রথম পর্বের উৎসব। সে কারণে বাংলায় নবান্ন উৎসব রূপে পালিত হইয়া আসিতেছে প্রাচীনকাল হইতে। এই বাংলায় প্রাচীন যুগে অগ্রহায়ণ বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া গণ্য হইত। বর্ষার মাস আষাঢ়-শ্রাবণে ধান্যের চাষ আরম্ভ হইয়া হেমন্তের শেষে অগ্রহায়ণে ধান্য চ্ছেদন শেষ হইত। ক্ষেত হইতে ভারে ভারে কর্ত্তিত ধান্য কৃষকের গৃহে আনিত হইত। শুধু ধান্যই নহে হেমন্তে ক্ষেতে ক্ষেতে তরিতরকারির ফলন হইত। কপি, মূলা, বেগুন, শাকসব্জীতে ক্ষেতগুলি চকচক করিত, আজিও করে। বর্ষার জলভারে নদী পুষ্করিণী থইথই করিত, আজিও করে। মৎস্য সুপ্রাপ্য হয়। চাষীর মুখে হাসি ঝলমল করে । অর্থাৎ ঘরে ঘরে বিরাজ করে লক্ষ্মীরূপিণী খাদ্য শস্যের বিপুল সমারোহ। বৎসরের প্রথম মাসের সেই সম্ভারে গৃহস্থের গৃহে আনন্দের স্রোতধারা বহিয়া চলে। সেই কারণেই এই সময়ে গৃহস্থেরা করে লক্ষ্মীর আরাধনা। হেমন্তের বাতাসে নূতন ধান্যের সুবাস। তাই কবিরাও গাহিয়াছেন--'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন/তোমার ভবনে ভবনে।' আত্মীয়স্বজন লইয়া একত্রে উৎসবে মাতিয়া উঠিত কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ। আজিও সেই উৎসব ঘরে ঘরে। অবশ্য বর্তমানে খেটে খাওয়া শ্রমজীবীর সংখ্যাই বেশী। তথাপি পুরাতনের সেই আনন্দঘন দিবস ভুলিতে পারেন নাই কেহ। তাই নবান্ন উৎসরের চল আজিও এই দেশে বর্তমান। এই সময়ে বাজারে সাধারণভাবেই খাদ্যশস্য, শাকসব্জী ও মাছের মূল্য কম হয়। অন্ততঃপক্ষে বৎসরের এই একটি মাসেই দ্রব্যমূল্য কম থাকে, তাই হয় উৎসবের সমারোহ। কিন্তু বর্তমানে দেশের সেই সুদিন আর নাই। অগ্রহায়ণেও বাজারে সাধারণ চাউলের মূল্য পঁচিশ হইতে ত্রিশ টাকা কেজি। বেগুন বার/চোদ্দ। আলু বাইশ/চব্বিশ টাকা। শাকসব্জী পালং প্রভৃতি নিম্নবিত্তের অনেকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নাই। মাছের কথা তো স্বপ্ন। ছোট মাছও কম করিয়া দেড়শত টাকা কেজি। ডায়মণ্ডহারবার বা পূর্ব বাংলার বরফ দিয়া আমদানীকৃত ইলিশ মৎস্যও পাঁচশত টাকা হইতে আটশত টাকা। তবুও অতীত বিলাসী বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে নবান্ন উৎসবের ধুম পড়িয়া যায়। নবান্নের দিবসগুলিতে আজিও বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে বিশ রকম ভাজা, বাঁধাকপি-ফুলকপির তরকারী, পালং শাকের চচ্চড়ি, মাছের ঝোল, মিষ্টি, সন্দেশ, পায়সান্ন দ্বারা আত্মীয় কুটুম্ব ভোজনের আয়োজন চলিতেছে, চলিবেও। এই দেখিয়া স্বভাবতই মনে জাগে কবির সেই বাক্য 'এত ভঙ্গ বঙ্গ ভূমি/তবু রঙ্গে ভরা।'

খড়খড়ি নদীর সাঁকো

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধিকার ভাগীরথীর উভয় কূলে অবস্থিত হইলেও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও টোল অফিস ভিন্ন ভিন্ন রাজকীয় কার্য্যালয় সকল রঘুনাথগঞ্জে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। রঘুনাথগঞ্জের উত্তরে বালিঘাটা ও গুজিরপুর, দক্ষিণে আইলের উপর। বর্ষাকালে রঘুনাথগঞ্জে আসিতে হইলে নদী পার না হইয়া আসিবার উপায় নাই। পুর্ব্বে ভাগীরথী পশ্চিমে ও দক্ষিণে খড়খড়ি নদী, উত্তরে গজগিরির দড়া। খড়খড়িতে অধুনা তিনটি গুজার ঘাট বর্ত্তমান--মোগলমারি, খড়খড়ি ও বীরবাঁধ তিনটীই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীনস্থ। গজগিরির ঘাট ধুলিয়ান রামনগর নামক ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার মধ্যবর্তী হইলেও সেটি জমিদারের গুজার ঘাট। পুর্ব্বে গঙ্গানদীর ঘাটগুলি মিউনিসিপ্যালিটির আয়ত্তাধীন।

যখন গঙ্গায় বারমাস জল থাকিত জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জ নৌবাহিত বাণিজ্যের স্থান ছিল। চাউল, ধান, সর্ষপ, গহম, তামাক, তুলা,লবণ, মসলা প্রভৃতি পণ্য তথায় নানাস্থান হইতে আসিত ও চালান যাইত। নিকটবর্ত্তী ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে স্টেশন লাইনটি মুরারই, রাজগাঁ, পাকুড়ের তখন অস্তিত্ব ছিল না। নওদা ও বোখরায় তখনও ষ্টেশন হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও নলহাটি আজিমগঞ্জ রেলওয়ে হওয়ার পর অবধিই রঘুনাথগঞ্জের বাণিজ্যের অবনতি হইয়াছে। গঙ্গা শুষ্ককায় হওয়ার পরে তাহার উন্নতি একেবারেই নাই।

রঘুনাথগঞ্জে যে ৫ সহস্র লোক বাস করে তাহাদের আবশ্যকীয় চাউল, ধান্য, খড়, কাষ্ঠ, তরকারি, মৎস্য, দুধ এমনকি উনান ধরাইবার ঘুটাটীও নদীর পার হইতে আইসে কয়েকজন মহাজন এখানে চাউল ও তৈল খরিদ করিয়া চালান দেয়, তাহাও নদীপাড় হইয়া আইসে।

খড়খড়ির গুজার ঘাট গুলিতে বারোমাস জল থাকেনা। শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্যন্ত তথায় মাসুল দিয়া পার হইতে হয়। অবশিষ্ট কয়েক মাস কোন গুজার ঘাটও থাকেনা। মাসুলও লাগেনা।

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন হওয়ার পর খড়খড়ির ঘাটে সাঁকোর জন্য লোকে লালায়িত হয়। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এক সঙ্গে মোগলমারী ও খড়খড়িতে সাঁকো করিতে আরম্ভ করিলে লোকের কতই আনন্দ হইয়াছিল। সাঁকো দুইটি প্রায় নির্মিত হইয়াছে।

এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বারগণ মিটিং করিয়া স্থির করিয়াছেন দুইটীতে পদব্রজে গেলেও বারোমাস টোল আদায় হইবে। নৌকায় পার হইতে যে মাসুল দিতে হইত তাহাই দিতে হইবে।

রঘুনাথগঞ্জবাসিগণ ! এখন তোমাদের বারমাসই বর্ষাকাল হইল--পয়সায় ৮ গণ্ডা ঘুটে স্থলে ৪ গণ্ডা ঘুটে কেন, ২০০ স্থলের টাকায় ৭৫ আটী খড় খরিদ কর, ঝাঁপ দিয়া চালের আড়তের ভিতর বসিয়া গল্প গুজব কর। শহরের বাইরে যাইতে হইলেই বার মাস যে পয়সা দিতে হইবে তাহা সংগ্রহ কর। ফকীর "ঘোড়া দে লাজে রাম গোড়া দে লাজে রাম" বলিয়া চিৎকার করিলে দয়াল ভগবান ঘোড়ার শাবক তাহার ঘাড়ে চাপাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন সে যাহা বলিয়াছিল তোমরা এখন ভাল বল উল্টা বুঝলি রাম। প্রকাশকাল-১৩২২

প্রসঙ্গ-কবিতা

প্রণবেন্দু বিশ্বাস

কবিতার জন্ম কবে সঠিক জানা যায় না--তাই বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে কবিতা নি দু-চার কথা বলা যাক্। কবিতা নিয়ে ময়না তদন্ত করাটা খুবই শক্ত, তবে মোটামুটি বলা যেতে পারে যে কোন কবিতার মূল প্রয়োজনীয় সামগ্রী হল কাব্যগুণ। কাব্যগুণই হল কবিতার প্রাথমিক উপাদান--কাব্যগুণ না থাকলে কোন লেখাই কবিতার রূপ নিতে পারেনা। এরপরে প্রয়োজনীয় জিনিস হল মিল--তবে এই মিল না রেখে যে কবিতা লেখা যায় তার জন্য প্রয়োজন কলমের জোর। কলমের জোরে বিষয়বস্তুকে দাঁড় করালে মিল বাদ দিয়েও শক্তিশালী কবিতা সৃষ্টি করাযা তবে মিল ঠিকমত রপ্ত না করতে পারলে মিলকে বাদ দিয়ে কবিতাকে দাঁড় করানো যায়না। তৃতীয় আবশ্যকীয় শর্ত হল ছন্দ। কবিতার মিল থাক বা না থাক,ছন্দ তার মধ্যে থাকতেই হবে--ছন্দ কবিতাকে দোলা দেয়। পাঠকের হৃদয়-মণিকোঠায় নিজের স্থান করে নিয়ে সৃষ্টিকে অমরত্ব দান করে। আমরা যা কিছু দেখি, শুনি, অনুভব করি, কল্পনা করি সব জিনিসের মধ্যে একটা ছন্দ আছে। যে কোন কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেয় ছন্দ। কবিতার কাব্যতন-দৃশ্য-শব্দ চয়ন যেমন কবিতার শরীর তেমন সামসাময়িক চালচিত্র--সামাজিকতার প্রতিফলন হবে প্রসাধনী। এর মধ্যে অবশ্যই থাকবে একটি বার্তা যা কবিতার ভারকেন্দ্র বা প্রাণ, তার রূপকল্প ও অলঙ্কার। সত্যি কথা বলতে কবিতা এক আশ্চর্য অনুভূতি, একটি সফল কবিতা তার জন্ম মুহূর্তের নির্যাসকে প্রতিফলিত করে তার ভাষা-অন্তর্বস্তু,---প্রকারণিক কৌশলে প্রতিটি সফল কবিতাই নানা ভাবে দায়বদ্ধ সমাজের কাছে, সময়ের কাছে, মননের কাছে। স্মরণ করতে হয় রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তি,"কবির সৃষ্টি যদি স হয়, তবে সত্যের গৌরব থাকে সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। তাতে বাজার দরে ক্ষতি হয় কিন্তু সত্য মূল্যের কমতি হয় না।"

একজন কবি কোন্ উৎস থেকে কবিতা লিখবেন এটা তার নিজস্ব ব্যাপার, নিজস্ব বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। কেউ হয়তো বহমান জীবনের কোন একটা ভাব বা অধ্যায়কে বেছে নেন লেখার জন্য, কেউ হয়ত সমস্তটা দিয়েই কবিতা লিখতেপারেন। আবার কেউ নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে জারিত হতে ভালবাসেন। সমাজে চেনা অ জানার সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। তার মধ্যে থেকে শুধু প্রেমটুকুকে বেছে নেন কবি--অন্য বিষয় তাকে ভাবিত করে না। কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা ধরা পথ দেখা যায় না--কোন কবি সারা জীবন ধরে শুধু প্রেমের কবিতা লেখেন--কেউ বা লেখেন সমাজকেন্দ্রীক কবিতা। তবে লেখার মধ্যে লেখকের মানসিক তৃপ্তির অপূর্ণতার জলছাপ দেখা যায়। একজন কবি যখন কবিতা লেখেন তখন জীবনের সব দিককার রূ

.শেষ পাতায়)

পণ্ডিচেরীতে নলিনীকান্ত

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

"সে সময়ে সকাল আটটায় আশ্রমের ভিতর মেডিটেশন হলে মা এসে বসতেন। আশ্রমবাসীরা সেখানে সমবেত হয়ে তাঁর হাত থেকে আশীর্বাণী ফুল নিয়ে যে যার কর্মস্থলে চলে যেতেন। আমরাও সেই সময়ে আশ্রমে এলাম।

আমার স্ত্রীর এই প্রথম আশ্রমে আসা। কন্যারা আগেই এসে মা-শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করে গেছে। মেডিটেশন হলে মার কাছে স্ত্রী ও কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে গেলাম। তাঁকে প্রণাম করে বললাম--"মা আমরা এসেছি।"

একে একে সকলে মাকে প্রণাম করলাম। মা প্রত্যেকের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে হাতে একটি আশীর্বাদী ফুল দিলেন।

আমার অনেকদিনের সাধ পূর্ণ হলো।

আমরা মাতৃচরণে স্থান পেলাম।

[আসা যাওয়ার মাঝখানে-দ্বিতীয় খণ্ড-পৃষ্ঠা-২৯৯]

সে দিনটি ছিল ১৯৪৮ এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী। তারপর ১৯৮৪ এর ১৮ই মে। বছরের সংখ্যাগুলো একটু ওলট পালট--মাঝে রয়ে গেছে ৩৬ টি বসন্ত, ৩৬টি গ্রীষ্ম। মাঝে মধ্যে দু'একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলকাতায় আসা বাদ দিলে নলিনীকান্ত সরকারের ঠিকানা ছিল শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম্ পণ্ডিচেরী। নলিনীকান্ত সরকার--বিপ্লবী--সেই সূত্রে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত এর সহকারী হিসাবে পণ্ডিত প্রেস আর 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার কর্মী। নলিনীকান্ত সরকার--'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদক, দীর্ঘকাল বেতারজগৎ পত্রিকার প্রধান পরিচালক লেখক, সম্পাদনায় সুদক্ষ। নলিনীকান্ত সরকার--গায়ক কি হাসির গান, কি গভীর ভাবের গান সবেতেই সমানভাবে সাবলীল। দাদাঠাকুর এর জীবনী রচনায় একটা সময়ের চিত্রতুলে ধরেই তিনি ক্লান্ত নন, শ্রদ্ধাস্পদেষু, হাসির অন্তরালে এবং আত্মজীবনী আসা যাওয়ার মাঝখানে--প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব সব কয়টি বইতে তিনি এক সরস কথাকার এবং অবশ্যই উদ্ধৃতিযোগ্য তথ্যের সরবরাহকারী। অভিনেতা, বন্ধুবৎসল, সুরসিক এই মানুষটির জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার জগতাই গ্রামে ১৮৮৯তে। এরপর, জঙ্গিপুর, লালগোলা হয়ে মানুষটি পৌঁছে গিয়েছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় বাস করেছেন প্রায় ২৮ বছর। শুরু করেছিলেন ১১/১ হ্যারিসন রোডের ভিক্টোরিয়া হোটেলে। শেষ করেন শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের কাছে ডব্লু সি ব্যানার্জী স্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে। সেই মানুষটিই জীবনের সবচেয়ে লম্বা সময়টাই কাটিয়েছেন পণ্ডিচেরীতে প্রায় নিরিবিলি পরিবেশে। যে মানুষটি একসময় হাজির হওয়া মানেই হাসির তুফান উঠত 'ভারতী' পত্রিকার দপ্তরে, ১ নং গর্স্টিন প্লেসের রেডিও অফিসে কিংবা কলকাতা শহরের অন্য সব মজলিসে-- সেই মানুষটিই স্বেচ্ছায় নিজেকে প্রায় গুটিয়ে নিয়ে আশ্রয় নিলেন নীরবতায়, নির্জনে। এর পিছনের কারণ আমাদের জানা নেই। তবে ঐ ৩৬ বছরের জীবনের বেশ কিছু টুকরো টুকরো ছবি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। অসংখ্য টুকরো টুকরো এই ছবিগুলিই জোড়া লাগিয়ে একটা অর্দ্ধ সম্পূর্ণ ক্যানভাস আমাদের সামনে। বহু টুকরো টুকরো ছবিকে জোড়া লাগিয়েই তৈরী হোক এই কোলাজ। ধরা যাক ক্যানভাসের একদম প্রান্ত বরাবর ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশের বিস্তীর্ণ উদার সমুদ্রতট। সকাল হয়নি---আধো অন্ধকার। মাথায় সাদা ফেনার মুকুট নিয়ে কালো ঢেউ এসে পাড়ে আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ দূর সমুদ্রের মধ্য থেকে লাল সূর্য লাফিয়ে উঠল। কতক্ষণ চুপচাপ ছিলাম খেয়াল নাই। হঠাৎ নলিনীদার দিকে চোখ পড়ল। ধ্যানস্তব্ধ ঋষিমূর্তি।" [অমৃত অভিযাত্রী নলিনীকান্ত--বরুণ রায়, নয়া তালাসী-৭ম বর্ষ বিশেষ সংখ্যা--জন্মশতবর্ষ: নলিনীকান্ত--১৩৯৬]

পণ্ডিচেরীতে নলিনীকান্ত বাস করেন ৩৬টি বছর। এর মধ্যে দুইবার তাঁর বাসা বদল। প্রথমে গিয়ে উঠেছিলেন আশ্রমের কাছাকাছি ইন্দু রায় দের বাড়ীতে। দীর্ঘ ২০ বছর বাস করেন পণ্ডিচেরী হাইকোর্টের সামনের বাড়ীতে । এরপরে ৬ বছর ছিলেন রং ভিলেজ স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে। তারপরের ১০ বছর ঠেকেছিল ১০ নং চেষ্টি স্ট্রীটের বাড়ীতে। ১৯৮৪ তে ঐ বাড়ীতেই তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন।

পণ্ডিচেরীতে গিয়ে নলিনীকান্তের কর্মকাণ্ডের কিছুটা গুণগত পরিবর্তন হয়। কলকাতায় যে মানুষটি প্রধানত, কাগজ সম্পদনার কাজেই যুক্ত থাকতেন জীবনের শেষ পর্বে সেই পত্রিকা জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। সে সময় তিনি শিক্ষক অরবিন্দ আশ্রমের আশ্রমিকদের জন্য শ্রীমা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। পণ্ডিচেরী বাসিন্দাদের কাছে তা 'নলেজ' নামেই পরিচিত। পোশাকি নাম শ্রীঅরবিন্দ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ এডুকেশন্। এই প্রতিষ্ঠানে একেবারে কিণ্ডার গার্টেন স্তর থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়ানো হয় । তবে কোনো ডিগ্রী দেওয়া হয় না। নলিনীকান্ত সে সময়ে ঐ প্রতিষ্ঠানে বাংলা পড়াতেন। তাঁর কাছে পড়েছেন এমন অনেকেই আজও আশ্রমে আছেন। তাদের মধ্যে বর্তমানে আশ্রমের হোম মেড পেপার ইউনিটের প্রধান শ্রীমতী রেবা রায়। তাঁরই স্মৃতিতে উজ্জ্বল শরৎ সাহিত্যের সাধারণ ব্যাখ্যাকার নলিনীকান্ত। রেবা দেবী নলিনীকান্তের সান্নিধ্যেয় বাংলা সাহিত্যের দামী মণিকণাগুলির স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন। ২০১৪ তেও নলিনীকান্তের নাম শুনেই তাঁর সেই সব স্মৃতিগুলির সজীব চিত্র ফুটে ও ওঠে।

(চলবে)

মার ঝাড়ু মার

শীলভদ্র সান্যাল

মার ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মেরে
ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর।
রাজ্য জুড়ে এখান-ওখান
একী আতান্তর !
অবস্থাটা দেখে বুঝি
ওপর থেকে হায় বাপুজি
ঘেন্নাভরে ফর্সা রুমাল
দিলেন নাকের 'পর।

সকাল হ'তেই হেথায়-হোথায়
পড়ল বিষম-হাঁক !
চলবে নাকো আপন কাজে
একটু খানি ফাঁক।
অবাক হ'য়ে দেখে সবাই
স্বয়ং দেশের রাজামশাই
ঝাড়ু হাতে হাঁকেন, 'ওরে
সবাই ঝাঁটা ধর্।'

রাজার কথার প্রমাণ তবে
মিলল হাতে-নাতে
তামাম-দেশের প্রজারা সব
ঝাঁটা নিল হাতে।
চতুর্দিকে ঝাঁটের চোটে
পশু-পাখি সবাই ফোটে
এমন কাণ্ড কেউ দেখেনি
স্বাধীনতার পর।

রাজ্যজুড়ে ধুলো উড়ে
আকাশটাকে ঢাকে
খক্‌খকিয়ে-কাশে লোকে
দরজা এঁটে রাখে।
বলেন তবে রাজামশাই,
'স্বচ্ছ-ভারত' গড়ার নেশায়
হায়রে গোটা দেশটা ঢাকে
ধুলোয় কী বিস্তর !
জাতির পিতা দু'চোখ ঢাকেন
সবার অগোচর।।

জঙ্গিপুর পুরসভা ..... (১ পাতার পর)

শহরে দাপিয়ে বেড়ানোর ফলে জঙ্গিপুর পুরসভার 'নাগরিক পরিষেবা' নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আগে জঙ্গিপুর শহরে জল সরবরাহ সকাল- দুপুর -বিকেল। ২ ঘন্টা করে ৬ ঘন্টা দেওয়ার কথা থাকলেও সকাল ও বিকেল মিলিয়ে চার ঘন্টা মতো সরবরাহ করা হয়। দুপুরের জল সরবরাহ কেন হয় না এ প্রশ্ন শহর বাসীদের। তাছাড়া শহরের রাস্তাজুড়ে যেখানে সেখানে বালি-চিপস পড়ে থাকে। এসব দেখার দায়িত্ব কার। নাগরিক পরিষেবা আজ অবহেলিত।

প্রসঙ্গ কবিতা ..... (২ পাতার পর)

রস্-বর্ণ-গন্ধ-মন্থিত হয়ে উঠে আসে কাব্যময়তা, যার ওপরে শিলমোহর পড়ে মূল্যবোধের। এর স্বাদের মধ্যে থাকবে টক-মিষ্টি-ঝাল, যা উঠে আসবে বিভিন্ন কবির বিভিন্ন রুচির ব্যারোমিটারের পারায়।

জীবন যাপনে যে মানুষের পরতে পরতে লুকানো আছে জীবন যুদ্ধের কান্না-ঘাম-রক্ত-ভালোলাগা-ভালবাসা সেখানে কবিতা বেদনা-দুঃখ-কষ্টকে ব্রাত্য করে এগুবে--এটা ভাবাই যায় না। কবিতা কারা লেখেন বা কারা পড়েন ? যাদের একটু অবসর আসে বা অবসর বের করে নিতে পারেন তারাই কবিতার প্রেমে পড়ে যান। মেহনতী মানুষ যদি শ্রম না দিত তাহলে শিল্প-সংস্কৃতির সার্থক প্রেক্ষাপট রচিত হত কিনা সেটা গবেষণার বিষয়। মানুষের শ্রম দূর করতে পারে চাহিদা --কবিতাকে নিয়ে গিয়ে শ্রমিকের অন্তরে গেঁথে দেওয়া একটা স্পর্ধার কাজ।

প্রসঙ্গত রম্যাঁ রলাঁর পুস্তক 'I will not rest'-এর বঙ্গানুবাদ 'শিল্পীর নবজন্ম' থেকে 'আমি কাদের জন্য লিখি' প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন স্মরণ না করে পারা যায় না। "কেন লিখি ? কারণ না লিখিয়া আমি পারিনা, যদি কাগজের উপর নাও লিখিতাম, তবে লিখিতাম মনে মনে, লিখিতাম চিন্তার মধ্যে, লিখিতাম আমার চিন্তাগুলিকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া তুলিবার জন্য। কেন লিখি ? কারণ লেখা আমার কাছে চিন্তা করিবার, কাজ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। লেখা আমার কাছে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মত, লেখা ছাড়িলে আমি বাঁচিব না।" মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।

যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে--স্বপ্ন বেঁচে থাকবে--নূতন সৃষ্টিতে সক্ষম হবে, ততদিন কবিতা থাকবে পৃথিবীর মাটিতে। কবিতার রূপ পাল্টাবে-আঙ্গিক পাল্টাবে--পাল্টাবে-- ভাষা। কিন্তু কবিতা কোন দিন শেষ হয়ে যাবে না। কবিতা শেষ হলে স্বপ্নও শেষ হয়ে যাবে, ভালোলাগা, ভালোবাসা, প্রতিবাদ, যন্ত্রণা, প্রকাশভঙ্গী সবই শেষ হয়ে যাবে। কবিতা হয়তো সব মানুষের জন্য নয়--কোন কোন মানুষের জন্য তাই কিছু থাকবে যারা সমাজ জীবনের সব কালিমা দূর করে আলো আনার কথা ভাববে। আর সে যুদ্ধের প্রধান অন্যতম হাতিয়ার হবে কবিতা।

সার্জেনের অভাবে ..... (১ পাতার পর)

এ্যাম্বুলেন্স হাসপাতাল চত্বর ঘিরে রেখেছে। ফলে বাইরে থেকে কোন রোগী নিয়ে এ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে অযথা বাধা পাচ্ছে। দেখার কেউ নেই। আরও জানা যায়, হাসপাতালের ভিতরে একটি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান চালু হয়েছে সম্প্রতি। সেখানে সরকার নির্দ্ধারিত ১৪০ রকমের ওষুধ বাজার থেকে ৭০ শতাংশ কমে পাওয়া যাচ্ছে বলে খবর।

জঙ্গিপুর কলেজে ..... (১ পাতার পর)

এস.এফ.আই-র উক্তি--আগে যারা ছাত্রপরিষদ করত তাদেরই বেশীরভাগ এখন টি.এম.সিতে। জানুয়ারীতে ভোট। অথচ এখন থেকেই ওরা ত্রাস সৃষ্টি করেছে বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে। বাইরের ছেলেদের কলেজ চত্বরে যাতায়াত বন্ধে আইডেনটিটি কার্ড চালুর দাবী বার বার জানালেও কলেজ কর্তৃপক্ষ তা কার্য্যকরী করেনি। ঘটনার দিন থেকে কলেজ চত্বরে পুলিশ পিকেট বসেছে। কলেজও যেমন চলছিল তেমনি চলছে। তবে উত্তপ্ত পরিবেশে ছাত্র উপস্থিতি কম আছে। এরপরও শনিবার জঙ্গিপুর বাস ষ্ট্যাণ্ডে আক্রান্ত হন এস এফ আই-এর বাসির সেখ। কোন গ্রেপ্তারের খবর নেই।

বাড়ী ভাড়া

রঘনাথগঞ্জ তরকারি বাজারের কাছে দোতলায় দুটি ঘর, রান্না ঘর, টয়লেট, করিডোর ছাড়া ট্যাপের জল। ফোন : ৮৪৩৬৩৩০৯০৭

সত্য ঘটনা ..... (১ পাতার পর)

শহরের মানুষকে খুশি করে। এই সব প্রভাবে এখানকার এক পরিবার তাঁদের বাড়ীটি ঐ সংস্থাকে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি বহরমপুর চুয়াপুরের জনৈক সমীর রায়ের লিখিত আবেদন ও হ্যাণ্ডবিলে ঐ সংস্থার পরিচালিকা বি.কে রমনের কেচ্ছা ও কুকৃত্তির কথা ডাকযোগে এলাকার মানুষের কাছে, পত্রিকা কার্যালয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন এ ব্যাপারে তদন্ত করে শহরবাসীর বিভ্রান্ত দূর করুন।

ও গঙ্গা তুমি ..... (১ পাতার পর)

১৯৮৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উদ্যোগে নেওয়া হয় প্রথম পর্বের গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান, শেষ হয় ২০০০ এর মার্চ মাসে। ১৪ বছরে ২৫টি শহরে ৪৬২ কোটি টাকা ব্যয় হয়। দ্বিতীয় গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান শুরু হয় ১৯৯৩ তে, শেষ হয় ২০০১ এর এপ্রিল, ৯৫টি শহরে কাজ হয়েছিল। খরচ হয় ২২৮৫ কোটি টাকা। ২০০৮ এ জাতীয় নদী হয় গঙ্গা। ২০০৯ এ গড়ে ওঠে ন্যাশনাল গঙ্গা রিভার বেসিন অথোরিটি। তা সত্ত্বেও দেখা গেল প্রতিবছরে ১১০০ কোটি লিটার ময়লা জল গঙ্গায় ফেলা হচ্ছে।

এবারে রুষ্ট হয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। সরকার নাম বদলে নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। নাম দিয়েছেন 'নমামি গঙ্গা'--একটু হিন্দুয়ানা মিশিয়ে বাজার গরম করা আর কি। বলছেন ব্যয় করা হবে ২০৩৭ কোটি টাকা। কি কাজ হবে ? ৭০০ কারখানায় নজরদারি চালানো হবে। সেন্সর এবং বেশী দূষণ করলে সতর্ক করে দেবে। গঙ্গার গতিপথে মানুষের কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। জলে কেউ ময়লা ফেললে জরিমানা হবে। কে দেখবে ? পৌরসভা ? গ্রাম পঞ্চায়েত ? তারাই তো সংগঠিত আকারে ময়লা ফেলছে নদীগর্ভে। গঙ্গাকে পরিষ্কার করতে মনমোহন সিং ২০০৯ সালে ১০০ কোটি ডলার ধার নিয়েছিলেন। এই সরকারও আবার ধার নেবেন। অথচ কোনো কাজ হবে না। কারণ বোধদয় হয় নি আমাদের কারো। আমরা জেনে বা না জেনে নদীকে অপরিষ্কার করছি। সুপ্রিম কোর্ট রুষ্ট হয়েছে, কাগজে দুচার কলম লেখা হবে। তারপর--আসছে বছর, আবার হবে

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।